# গাজী মেডিকেল কলেজ

এ ১৯-২১, মজিদ স্মরনী, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।

## ৩৩ তম গভর্নিং বডি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ জনাব ডাঃ গাজী মিজানুর রহমান

সদস্য সচিব ঃ জনাব অধ্যাপক ডাঃ মনোজ কুমার বোস

ভেন্যু ঃ কনফারেন্স রুম, গাজী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।

তারিখ ঃ ২৬ মে ২০১৮, বিকাল ২.৩০ মি.

গাজী মেডিকেল কলেজের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং গভর্নিং বডির সভাপতি জনাব ডা. গাজী মিজানুর রহমান সভায় উপস্থিত রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত গভর্নিং বডির স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি যারা সুদূর ঢাকা থেকে এখানে এসে সভায় যোগদান করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি যশোর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষসহ সকলকে পবিত্র রমযানের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। পরবর্তীতে সভাপতি মহোদয় সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

**সভার আলোচ্যসূচী ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ঃ**

**১। পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন পাঠ ও অনুমোদনঃ**

সভার শুরুতে পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন পঠন ও অনুমোদনের সময় পূর্ববর্তী সভার ৪ (খ) এর অনুচ্ছেদটি নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব বেগম বদরুন্নেছা আপত্তি জানান এবং বিষয়টি বাতিল করার প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ববর্তী সভার ৪ (খ) অনুচ্ছেদটি বাতিলপূর্বক পূর্ববর্তী সভার রেজুলেশন অনুমোদন করা হয়।

**২। কলেজে রিসার্চ উইং চালুকরণ এবং রিসার্চ উইং এর বাজেট সম্পর্কিতঃ**

যেহেতু স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞানে বিশ্বব্যাপী অতিদ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে সেহেতু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চিকিৎসা বিষয়ের গবেষণার জন্য কলেজের গবেষণা উইং-কে সংগঠিত করা প্রয়োজন। উপাধ্যক্ষ মহোদয় উল্লেখ করেন যে, আমাদের কলেজের বেশ কিছু গবেষণা কার্যক্রম চলছে তবে আগামীতে কলেজ নতুন ক্যাম্পাসে যাওয়ার আগে পরিকল্পিতভাবে গবেষনাগার নির্মাণ যেখানে Cattle Lab, Instrumental Lab সহ গবেষনার বিভিন্ন সুবিধাদি থাকতে হবে। যে কারনে গবেষনার ক্ষেত্রে বিশেষ গবেষনা বাজেটের অনুমোদন প্রয়োজন।

| ক্র. নং | বিবরণ | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ০১ | অবকাঠামো নির্মাণ (Construction) | ৫,০০,০০,০০০/- | |
| ০২ | পশু পরিচর্যা ও প্রতিপালন (Animal care & Maintenance/ Keeping) | ২,০০,০০,০০০/- | |
| ০৩ | মাইক্রোস্কোপ, পিসিআর সহ যন্ত্রাংশ (Microscope, PCR with instruments) | ২,০০,০০,০০০/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৪ | জনশক্তি ও আনুষাঙ্গিক (Manpower & Others) | ১,০০,০০,০০০/- | |
| ০৫ | রিয়েজেন্ট, বিশ্লেষণ ও চলমান কার্যক্রম (Reagent, Analysis & Running work) | ১,০০,০০,০০০/- | |
| **সর্বমোট** | | **১১,০০,০০,০০০/- (এগারো কোটি টাকা)** | |

উপরোক্ত কার্যক্রম ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি হবে এবং ৩ টি ফেজে ভাগ করে উক্ত কার্যক্রমের জন্যে ১ম ফেজে = ৪ কোটি, ২য় ফেজে = ৩ কোটি ও ৩য় ফেজে = ৩ কোটি টাকা খরচ করার প্রস্তাব রাখা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেয়া হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি মেডিকেল এডুকেশনের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ উপরোক্ত সুপারিশগুলো শুধু রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় বরং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) সহ আরো যে জায়গা থেকে গবেষণা ফান্ড পাওয়া সম্ভব সেসব জায়গায় পাঠানোর প্রস্তাব করেন যার বুনিয়াদে এ বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

**৩। কলেজের একাডেমিক বিষয়াদি পর্যালোচনা সম্পর্কিতঃ**

অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ ডাঃ বঙ্গ কমল বসু একাডেমিক বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।

- **বৃত্তিমূলক পরীক্ষার ফলাফল ঃ**

**নভেম্বর/২০১৭ সালের ১ম বৃত্তিমূলক এমবিবিএস পরীক্ষা (সাপলিমেন্টারী)**

| মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | ফেল | পাশের হার |
|---|---|---|---|
| ৬৪ জন | ৫৩ জন | ১১ জন | ৮২.৮১ % |

**নভেম্বর/২০১৭ সালের ২য় বৃত্তিমূলক এমবিবিএস পরীক্ষা (সাপলিমেন্টারী)**

| মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | ফেল | পাশের হার |
|---|---|---|---|
| ২৫ জন | ২৩ জন | ০২ জন | ৯২ % |

**নভেম্বর/২০১৭ সালের ৩য় বৃত্তিমূলক এমবিবিএস পরীক্ষা (সাপলিমেন্টারী)**

| মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | ফেল | পাশের হার |
|---|---|---|---|
| ২১ জন | ২১ জন | - | ১০০% |

**জানুয়ারী/২০১৮ সালের ২য় বৃত্তিমূলক এমবিবিএস পরীক্ষা (সাপলিমেন্টারী)**

| মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | ফেল | পাশের হার |
|---|---|---|---|
| ১৩ জন | ০৯ জন | ০৪ জন | ৬৯.২৩% |

**জানুয়ারী/২০১৮ সালের শেষ বৃত্তিমূলক এমবিবিএস পরীক্ষা (নিয়মিত)**

| মোট পরীক্ষার্থী | পাশ | ফেল | পাশের হার |
|---|---|---|---|
| ৬২ জন | ৪৬ জন | ১৬ জন | ৭৪.১৯% |

**মে/২০১৮ সালের বৃত্তিমূলক এমবিবিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রী (নিয়মিত)**

| বৃত্তিমূলক পরীক্ষা | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|
| | অকৃতকার্য | নতুন | মোট |
| ১ম বৃত্তিমূলক | ১১ | ৮৩ | ৯৪ |
| ২য় বৃত্তিমূলক | ০২ | ৯১ | ৯৩ |
| ৩য় বৃত্তিমূলক | - | ৫৭ | ৫৭ |

**জুলাই/২০১৮ সালের বৃত্তিমূলক এমবিবিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রী (সাপলিমেন্টারী)**

| বৃত্তিমূলক পরীক্ষা | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|
| | অকৃতকার্য | নতুন | মোট |
| ২য় বৃত্তিমূলক | ০৪ | - | ০৪ |
| শেষ বৃত্তিমূলক | ১৬ | ১৩ | ২৯ |

- মেন্টর-মেন্টি প্রোগ্রাম সংক্রান্তঃ বিভিন্ন ব্যাচে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নের জন্য মেন্টর-মেন্টি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
- যেসব ছাত্র-ছাত্রী ক্লাশ না করে হোস্টেলে ঘুমিয়ে থাকে তাদের জন্য নিয়মিত হোস্টেলে হোস্টেল সুপারগন নিয়মিত মনিটরিং করেন এবং তাদেরকে ক্লাশে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- চেয়ারম্যান মহোদয় এই আলোচনায় বলেন যে, যারা ক্লাশে ১০০% উপস্থিত থাকেন তাদেরকে তিনি তিন মাসের বেতন মওকুফ করেন। এরকম ছাত্র-ছাত্রীও অত্র প্রতিষ্ঠানে নেহায়েত কম নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।
- ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষার আগে প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য প্রি-প্রফ নামে একটি এ্যাসেসমেন্ট হয় যা পুরোপুরি ফাইনাল পরীক্ষার আদলে নেয়া হয়। এ পরীক্ষায় অন্য মেডিকেল কলেজ থেকে বহির্পরীক্ষক এনে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় যা ফাইনাল পরীক্ষার পুরোপুরিভাবে একটি রিহার্সেল হিসাবে কাজ করে এবং এতে করে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বেগম বদরুন্নেছা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি মেডিকেল এডুকেশনের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ কলেজের প্রফেশনাল পরীক্ষার ফলাফল এবং একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সুপারিশ করেন।

**৪। কলেজের মেডিকেল এডুকেশন ইউনিট (MEU) এবং কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স স্কিম (QAS) সম্পর্কিতঃ**

- অত্র কলেজে কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স স্কিম (QAS) এর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যেটা মেডিকেল এডুকেশন ইউনিট (MEU) নামের একটি ইউনিট উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত ইউনিটের প্রধান অত্র কলেজের একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর এবং সার্জারী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এ, ই, মোঃ আব্দুল ওয়াছে এবং সহায়ক হিসাবে আছেন অত্র কলেজের ছাত্রশাখা কর্মকর্তা এসকে. ফয়সাল ইসলাম।
- সাবজেক্ট কো-অর্ডিনেশন, ফেজ কো-অর্ডিনেশন এবং একাডেমিক কো-অর্ডিনেশন এর সভা সিএমই গাইডলাইন অনুযায়ী নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এর রেজুলেশন করে সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স স্কিম (QAS) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্র কলেজে গত ০৮/০৪/২০১৮ ইং তারিখে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং গত ২৮/০৪/২০১৮ ইং তারিখে পূর্ববর্তী কর্মশালার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে আরো একটি Follow up কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

- ইউনিট প্রধান বারডেম কর্তৃক আয়োজিত মেডিকেল এডুকেশন এর উপর ০৬ (ছয়) মাসের একটি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান এবং সার্জন (বিসিপিএস) এর মেডিকেল এডুকেশন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত "যোগাযোগ দক্ষতা" এর উপর ০২ দিনের কর্মশালায় যোগদান করেন। সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) কর্তৃক আয়োজিত স্বাস্থ্য পেশাজীবী শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের শিখন-প্রশিক্ষন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির "Teaching methodology and assessment for the teachers of health professionals educational institutes" পাঁচ দিন ব্যাপি কর্মশালায় অত্র কলেজের একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন।
- কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের Teaching Methodology/Development এর উপর ট্রেনিং এর জন্য দক্ষ ট্রেইনার পাঠিয়ে ৫-৭ দিনের একটি ট্রেনিং করানোর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। সম্মানিত সদস্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি মেডিকেল এডুকেশনের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ উক্ত বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দক্ষ ট্রেইনার পাঠানো হবে বলে মতামত প্রকাশ করেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বেগম বদরুন্নেছা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি মেডিকেল এডুকেশনের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ কলেজের মেডিকেল এডুকেশন ইউনিট (MEU) এবং কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স স্কিম (QAS) কার্যক্রমগুলোর জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।

**৫। বেসরকারী মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এবং পরিচালনা আইন ২০১৮ এর খসড়া সম্পর্কিতঃ**

- অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ ডাঃ বঙ্গ কমল বসু উপরোক্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন এবং নিম্নলিখিত সংশোধনী আনার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন।
- ৩ (১) অনুচ্ছেদের কতগুলো পর্যন্ত বেসরকারী মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া যাবে সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারনা দেয়া উচিত।
- ৫ (ঞ) অনুচ্ছেদের বেসরকারী মেডিকেল কলেজে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ বাস্তবতার ভিত্তিতে নির্ধারন করা উচিত।
- ৫ (ঠ) অনুচ্ছেদের বেসরকারী মেডিকেল কলেজের গবেষণার জন্য কলেজের বাজেটে সরকারি অনুদান রাখার ব্যবস্থা করা।
- ৯ (২) অনুচ্ছেদের কাউন্সিলের অধিভূক্তি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বেসরকারী মেডিকেল কলেজেকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুসারে আবেদন করতে হবে।
- ১২ অনুচ্ছেদের একাডেমিক কমিটি এবং শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি একই কমিটি অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা কমিটি হবে।
- ১৬ (১) অনুচ্ছেদের প্রথম পাঁচ বছরের প্রতি দুই বছরে একবার এবং পরবর্তীতে প্রতি পাঁচ বছরে একবার পরিদর্শন সম্পন্ন হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বেগম বদরুন্নেছা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি মেডিকেল এডুকেশনের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ বলেন উক্ত আইনের খসড়া চূড়ান্ত করার সময় এসকল বিষয়াদিসহ অন্যান্য অনেক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তবে যদি কোন ফোরমে কথা বলার সুযোগ থাকে তকে উপরোক্ত এজেন্ডাগুলির যৌক্তিক দিকগুলো তুলে ধরবেন বলে মতামত প্রকাশ করেন।

৬। **বিবিধঃ**

ক) অত্র কলেজের ২০১৭-'১৮ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে। আগামী জানুয়ারী/২০১৯ সালে ২০১৮-'১৯ ও ২০১৯-'২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভিজিট ও নবায়ন অনুমোদন এর আবেদন করার সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

খ) যেহেতু বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হতে একই নীতিমালায় পরিচালিত হবে সেহেতু বেসরকারি মেডিকেল কলেজের বার্ষিক নবায়ন ফি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) করার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর সভায় সুপারিশ করা হয়।

অধ্যাপক ডা. মনোজ কুমার বোস,
সদস্য সচিব, পরিচালনা পর্ষদ এবং
অধ্যক্ষ, গাজী মেডিকেল কলেজ